বনে যাত্রা স্থাপিত হইল। এখানে গোঁসাইজী রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। আমরা বনের সৌন্দর্যে্য মুগ্ধ হইয়া রাস-লীলা উপেক্ষা করিয়া সেই বহুদূর-বিস্তৃত গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। যতই বনমধ্যে প্রবেশ করি, ততই বনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতে লাগিলাম। কাননের শোভার সীমা নাই—কোন স্থানে বিবিধ কুসুমপূর্ণ লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুমগন্ধে, ভ্রমর-গুঞ্জনে, দৃশ্যের রমণীয়তায় মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইতেছি; কোন স্থানে মুকুলিত তরূপরি নানাবিধ বিহঙ্গম-গণ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শ্রবণ-রসায়ন মধুর গীতি গান করিতেছে, উক্ত তরু-তলে বসিয়া একাগ্রচিত্তে কতক্ষণ তাহাই শুনিতেছি; কোন স্থানে শিখিগণ বিস্তারিতপুচ্ছে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে দেখিয়া সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছি।

## ১

এক বৃন্দাবনের মধ্যে ২৪টী বন আছে, তাহার মধ্যে ১২টী বন এবং ১২টী উপবন। প্রেমের পূর্ণ অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রিয় পারিষদগণ হইতে এই সমস্ত বন আবিষ্কৃত হয়। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে অসংখ্য যাত্রী বনভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন। এই যাত্রায় ভরতপুরের রাজা বাহির হন বলিয়া এই বন ভ্রমণকে সাধারণ চলিত কথায় "রাজার বন ভ্রমণ" বলিয়া থাকে। রাজার বনযাত্রা ১৫ দিনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়। এই বনের যাত্রীগণের অধিকাংশই সাধু বৈষ্ণব এবং কাঙ্গালী। এই যাত্রার ৬।৭ দিন পরে গোকুলবাসী গোঁসাইগণ নিজ নিজ শিষ্য সেবকগণ সমভিব্যাহারে আড়ম্বরের সহিত বন-যাত্রায় বাহির হইয়া থাকেন। এই যাত্রাকে চলিত কথায় 'গোঁসাইয়ের' বন ভ্রমণ বলা যায়। এই বনযাত্রীরা ধীরে ধীরে ভ্রমণ করেন এবং সমুদয় স্থানে আমাদের দেশের কৃষ্ণ-যাত্রার মত ভগবান কৃষ্ণের লীলা সকল অনুকরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আজমিরী, মূলতানী, গুজরাটী প্রভৃতি বড় বড় শেঠগণ এই যাত্রায় বাহির হইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিয়া কোন কোন বাঙ্গালীও এ যাত্রায় গমন করেন। মথুরায় ভূতেশ্বর নামক স্থান হইতে

## ৭

কাম্যবনে তিন দিন বাস করিয়া বর্ষাণে যাত্রা উঠিল। পথিমধ্যে প্রথমে কর্ণবেধ নামক কুণ্ড, পরে শ্যামতলাই নামক একটী বৃহৎ জলাশয়, তৎপরে কদম্বখণ্ডী নামে একটী প্রসিদ্ধ স্থান দর্শনীয় আছে। কদম্বখণ্ডী অতি মনোরম শান্তিময় স্থান। বহুদূরব্যাপী অতি সুদৃশ্য কদম্ব পুষ্পের বৃক্ষাবলী এবং আরও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের গাছ আছে, চতুর্দ্দিক্ গিরিমালামণ্ডিত; এবং ক্ষুদ্র অথচ মনোহর একটী কুণ্ড আছে। যদিও কুণ্ডটীর চতুর্দ্দিকে বসিবার স্থানাদি মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার সমুদয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই।

আহা! কদম্বখণ্ডীর যথার্থ শোভা বর্ণনা এ সামান্য লেখনীর কার্য্য নহে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরমান্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত প্রেমসেবক শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিজ নিজ গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা ও মহিমা ভূয়সী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারাই বৃন্দাবন জানেন, বৃন্দাবনের মহিমা জানেন, বৃন্দাবনের সাধন জানেন। আমরা অন্ধ মূঢ়, আমরা শ্রীবৃন্দাবনের কিবা দেখিব, কিবা বুঝিব? প্রীতি ভিন্ন ভক্তির চক্ষু ফুটে না এবং চক্ষুর অদৃশ্য প্রকৃত প্রীতির বস্তুর দর্শন হয় না। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

পিরিতি পিরিতি' সবাই করে
পিরিতি কি তার রীতি।
কি তার গঠন, কেমন বরণ
কোন খানে তার স্থিতি।
সখি হে! কেমনে বুঝিব রস!
কোন রসাশ্রয়, কাহারি আধেয়
কেবা সে তাহারি বশ।
রঘুনাথ রূপ, রসের স্বরূপ।
বিদিত ভুবন মাঝে।
রস নিরমল, যেমত কমল
মধুকর কবিরাজে।
রসিক হইয়ে রস আস্বাদিতে তারি অনুগত হবে
নরোত্তম কয়, ব্রজ ভাবোদয়,
তবে সে দেখিতে পাবে।।"

আমরা কি এই মহাকাব্যের কিছু সার গ্রহণ করিতেছি, না এই সকল গুহ্যাতিগুহ্য সাধন রহস্যের মর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি?

কথিত আছে, একটী নাগা সাধু কদম্বখণ্ডীর কুণ্ডের ধারে কদম্ব গাছের তলে তপস্যা করিতে করিতে কদম্ব গাছের ডালে তাঁহার জটা সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, পরে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জটা বিমোচন করিয়া দেন। এই মনোহর গিরিমালামণ্ডিত, কুসুম গন্ধে আমোদিত, পিককুল-নিনাদিত, বিবিধ তরুলতা পুষ্প শোভিত নির্জ্জন শান্তিময় প্রদেশ দর্শন করিলে প্রাণে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। কত কত ভক্তগণ এখানে আসিয়া হর্ষ, কম্প, পুলক, অশ্রু, স্তম্ভ বৈবর্ণাদি সাত্ত্বিক প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন। কদম্বখণ্ডীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এবং সাধক ভক্তগণের প্রেমানন্দ দর্শনে আমাদের

কঠিন হৃদয়ও একটু আর্দ্র হইল, নীরস ও শুষ্ক চক্ষুতেও দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। এখান হইতে অনতিদূরে "দেহদান" নামক একটী কুণ্ড আছে। ব্রজবাসীগণ বলেন "শ্রীমতী রাধিকাজীউ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে এই স্থানে প্রথম দেহ দান বা আত্মদান করিয়া ছিলেন।" এখানে সত্যনারায়ণ এবং একটী শিবলিঙ্গ আছে। তৎপরে এক স্থান দাউজী দর্শন, তৎপরে বর্ষাণ। বর্ষাণকে বৃষভানুপুরও বলে। বর্ষাণ শ্রীমতী রাধিকাজীউয়ের পিত্রালয়। এখানে "ভানুখর" নামক কুণ্ডের ধারে যাত্রা স্থাপিত হয়। কুণ্ডটী অতি বিস্তৃত, চারিদিকে পরিষ্কৃতরূপে বাঁধান; একদিকে জলের উপরে বারান্দা, তন্নিম্নে জলপূর্ণ সোপানাবলী অতি মনোহর। ভানুখর ভিন্ন এখানে আরও কয়েকটী কুণ্ড আছে। এখানে পাহাড়ের উপর দর্শন। দর্শনে যাত্রা করিতে ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড দর্শন হয় এবং সাঁখরীখর নামক একটী অতি মনোহর উপত্যকা ভূমিতে গোঁসাই যাত্রী বাস করিয়া থাকে। দুইটী পাহাড়ের গাত্রে বসিবার সুন্দর স্থান নির্ম্মিত আছে। তাহার একটীতে রাধিকাজীউ নিজ সখীগণ লইয়া বসেন, অপরটীতে কৃষ্ণচন্দ্র দণ্ডায়মান হইয়া বংশীধ্বনি করেন, তখন বাস্তবিক অতি মনোহর দৃশ্য দেখা যায়। বিশ্বশিল্পী-রচিত নবীন তরুলতাপূর্ণ রমণীয় নীরব নির্জ্জন শান্তি-সদন এই ক্রীড়াময় প্রদেশে ভক্তগণের সাধনের ধন দ্বাপর যুগে কত খেলাই খেলিয়াছিলেন। এই সকল স্থান অদ্যাবধি সেই খেলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইহার পর আবার গহ্বর বন। এই বনকে কেহ কেহ গভীর বনও বলেন। আহা! গভীর বনেরই বা কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! উচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশে ঘন-তরুলতামণ্ডিত বহুদূরব্যাপী শ্যামল বন এবং কৃষ্ণকুণ্ড নামক একটী অতি সুন্দর কুণ্ড কি অপূর্ব্ব শোভাই

দালানের মধ্যে ব্রজবাসিগণ যাত্রীদিগকে লইয়া বড় আনন্দ করে—বলে এইস্থানে মা যশোদা আপন বালককে ঝাউবনে হাউ দেখাইয়াছিলেন ; তোমরা বল ঝাউ-বনে হাউ, ঝাউ বনে হাউ এবং সকল যাত্রিগণ তাহাই বলে, আবার কোন স্থানে বলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চাঁদ দেখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, চাঁদ ডাকিয়া তোমরা নৃত্য কর ; আর অমনি সকল যাত্রী চাঁদ আয় চাঁদ আয় বলিয়া নাচিতে থাকে। আবার কোন স্থানে বলে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চ করিয়া হাস্য করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিলেন, তোমরাও হাস্য করিয়া বেড়াও। অমনি বহুতর যাত্রী "হা হা" রবে উচ্চহাস্য করিয়া বৃহৎ দালানের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে থাকে। বাস্তবিক তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এই